দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 23 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পরীক্ষার ফল প্রকাশ প্রসংগে

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, বর্তমান সরকারের গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সেশন জট নিরসন কমিটি সত্যি ছাত্রদের মরণ ফাঁদ থেকে মুক্তির নব সওগাত, এর কার্যকর ভূমিকা এদেশের ছাত্র তথা অভিভাবকদের আর্থিক, মানসিক ও চাকুরী ক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে। সেশন জটের প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশ। স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফল শিক্ষা বোর্ডের মত তিন মাসের পরিবর্তে ১০/১২ মাসে প্রকাশিত হওয়ায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা সময় মত চাকুরীতে দরখাস্ত করতে পারে না। আবার অকৃতকার্য প্রার্থীরা পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির সময় পায় না। ফলে ছাত্র ও অভিভাবক সমাজে নেমে আসে হতাশা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশকাল ৮/১০ বা ১২/১৪ মাস হওয়ায় অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি বিলম্বিত হয় এবং একই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন ও পুরাতন বর্ষ নামে অভিহিত হয়। সৃষ্টি হয় প্রকট সেশন জট। তাই বিশেষ করে মাস্টার্স ডিগ্রীর ফল (যেখানে ৫০ হতে ২০০ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা) পরীক্ষা সমাপ্তির দু'মাসের মধ্যে প্রকাশ করলে এইরূপ সেশন জটের প্রশ্নই উঠবে না। কারণ তাড়াতাড়ি মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার ফল পরবর্তী পরীক্ষাগুলিকে ত্বরান্বিত করবে এবং সেশন জটের অবসান ঘটাবে। এর প্রমাণও আছে। কোন কোন ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা চলাকালীন সময় খাতা দেখে এবং এক্সটারনাল করে এবং পরীক্ষা সমাপ্তির দেড় মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশ করে। এতে কৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা চাকুরী ক্ষেত্রে অতি তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারে।

অতএব, স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফল ৩ মাস এবং মাস্টার্স ডিগ্রীর ফল দুই মাসের মধ্যে প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছি।

১। এস এম সাইদুজ্জামান রহমানী
অধ্যাপক
প্রফেসার বাড়ী,
ভাসানী রোড,
সাধানগড়া, সিরাজগঞ্জ
২। আবদুস সামাদ মিয়া, অধ্যাপক
৩। শামছুল হক নুরী
অধ্যাপক
সিরাজগঞ্জ।

স্নাতক পরীক্ষার রুটিন

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯১ সালের স্নাতক পরীক্ষার্থী। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর হতে আমাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিগত পরীক্ষার রুটিনে দেখা গেছে যে, প্রতিটি বিষয়ের মাঝে একদিনও বিরতি থাকে না এবং অনেকের হয়তো একদিনে দু'টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। ফলে, ভাল পড়া থাকা সত্ত্বেও রিভিশনের অভাবে ভাল পরীক্ষা দিতে পারে না। অনেকে ফেল করে বসে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি, প্রতিটি বিষয়ের মাঝে অন্তত ৩ থেকে ৪ দিন করে বিরতি দিয়ে রুটিন করা হোক।

—এম জহিরুল হক সেলিম,
চরফ্যাশন কলেজ ছাত্রাবাস,
রুম নং-১২, চরফ্যাশন, ভোলা।

এসএসসিতে কেলকুলেটর ব্যবহার

পূর্বে এসএসসি পরীক্ষায় গণিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকার সিদ্ধান্তে অতি অল্প সময়ে অংকের মত জটিল বিষয়ের উত্তর দেওয়ার কথা বিবেচনা করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে গণিতে কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকছে না বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানও ক্যালকুলেটর ব্যবহারের নিয়মটি রয়ে গেল। যা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের অন্তরায়। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ক্যালকুলেটর ব্যবহার প্রসঙ্গটি সুবিবেচনায় এনে অন্তত এসএসসি পরীক্ষায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

—মোঃ আবু ইউসুফ খান (কাঞ্চন),
৬১৩, শহীদুল্লা হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই

বর্তমানে দেশের ১৭০টিরও বেশী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য, কিছু বিভিন্ন মেয়াদে ঘোষিত। দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরশাসনের অবসানের পর জাতি বর্তমান সরকারের নিকট আশা করেছিল দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, দক্ষ প্রসাশন ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে তা বিগত সরকারকেও ছাড়িয়ে গেছে। তারই চিত্র হিসাবে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে তাতে ২ জন ছাত্রের প্রাণ দিতে হয়েছে। তারই পাশাপাশি বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যস্ততার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা ব্যক্ত করেছেন, সেটা আমরা কথার মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমে চাই। প্রত্যেক ছাত্রেই প্রত্যাশা, সন্ত্রাসমুক্ত ও সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

—এম এন হুদা শিমুল,
ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজ,
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

॥ দুই ॥

স্বাধীনতা বলি, গণতন্ত্র বলি, সব কিছুর মূল লক্ষ্য জাতির জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। সেই সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন যাদেরকে কেন্দ্র করে দেখব, তারাই-তো আমাদের ছাত্র-সমাজ। যে ছাত্র-সমাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, তাদের পড়াশুনা লাটে তুলে আমরা জাতির এমন কি মহা খেদমত করতে যাচ্ছি এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে সঙ্গতভাবেই।

দেশ গোল্লায় যাবে, আর দেশ ও জাতির স্বার্থে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবেন না, এটা কেমন কথা?

— মোঃ শামীম আল মামুন চৌধুরী (ইমরান)
এম এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষ বর্ষ (প্রিলিমিনিয়ারী),
সরকারী সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
করটিয়া, টাংগাইল-১৯০৩।

॥ তিন ॥

বাংলাদেশ আজ যেন সন্ত্রাস ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এসব সন্ত্রাস ও দুর্নীতি তারাই করে যাদের মধ্যে নেই আল্লাহ্‌র ভয়। আর আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণে, আর দ্বীনী শিক্ষা হলো কুরআন হাদীস ও ইসলামী বিধি-বিধান অবলম্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। আর এ দ্বীনী শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা উচিত ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির সওগাত। তাই এদেশে যদি এহেন দ্বীনী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকতো তবে দেশের সর্বত্র এ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি থাকতো না। তাই কর্তৃপক্ষ সমীপে এদেশে একটি ত্রুটিমুক্ত দ্বীনী শিক্ষা ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে চালু করতে ও দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদিগকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য আবেদন রাখি। আর বলিষ্ঠ প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির প্রদমন করা উচিত বলে মনে করি।

— মোঃ আবু হানিফ
অধ্যক্ষ, মালঞ্চ আলিয়া মাদ্রাসা,
পোঃ মালঞ্চ
উপজেলাঃ মেলান্দহ
জেলাঃ জামালপুর।

॥ চার ॥

দীর্ঘ ন' বছর পর অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বৈরশাসন হতে মুক্তি পেয়েছে। ফলে গণতন্ত্রের এই শুভলগ্নে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিরাজমান সন্ত্রাস। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কাজেই কাম্য নয়। এই সন্ত্রাস শুধু শিক্ষাঙ্গনকেই নয়, ধ্বংস করছে গোটা দেশকে। সন্ত্রাস বন্ধে সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠীসহ আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সবার কাছে এটাই আমাদের কাম্য।

— শেখ সাখাওয়াত হোসেন আরিফ
উত্তর চাষাড়া,
নাঃগঞ্জ।

॥ পাঁচ ॥

আমরা দেশবাসী আশা করেছিলাম, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি থেকে মুক্তি পাব, দেশে সুস্থিরতা ফিরে আসবে এবং আমরা পর্যায়ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হব। স্বৈর-শাসন চলাকালে দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পর ১৯৭৩-৭৪ সনে একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। মরহুম জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন নিজের দক্ষতায় এবং কর্মকুশলতায়।

আমরা দেশবাসী আশা করব, বর্তমান সরকার দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন কায়েম করার জন্য সর্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

—এম এ মোবারক
পোঃ বক্তারহাট
সন্দ্বীপ
চট্টগ্রাম।

॥ ছয় ॥

এদেশের অধিকাংশ পিতামাতাই ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নের প্রত্যাশায় এক বুক আশার ডালি নিয়ে তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। "প্রাচ্যের অক্সফোর্ড" নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের যে চিত্র তাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে "প্রাচ্যের ছাত্র রণক্ষেত্র" বললে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হবে না। গায়ে কাদা-মাটির গন্ধ নিয়ে যে ছেলেরা সর্বোচ্চ বিদ্যাক্ষেত্রে আসে, একদিন সেই ছেলেই লাশ হয়ে হেলিকপ্টারে চরে বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপহার হিসেবে প্রেরিত হয়। একের পর এক এভাবেই চলছে। সব সরকারের আমলেই এ লাশ উপহার বিনিময় হচ্ছে। এই কি এদেশের পিতা-মাতাদের প্রাপ্য? এই লাশের কৈফিয়ৎ দেশবাসী কার কাছে চাইবে? আর কতকালই বা এভাবে চলবে?

—জাহাঙ্গীর কবীর (পলাশ)
গ্রামঃ শ্রীধরপুর,
পোঃ বাড়ৈখালী,
জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ।

45